PFDA-Vocational Training Center Trust: অর্জনের পথে একটি অনন্য যাত্রা

"অক্ষম নয়, ভিন্নভাবে সক্ষম!" এই বিশ্বাস কে ধারন করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া

প্রতিষ্ঠার সূচনা:

২০১৪ সালের ১৫ই অক্টোবর যাত্রা শুরু করে **PFDA – Vocational Training Center Trust (PFDA-VTC)** স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন (Neurodevelopmental Disorder- NDD) ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে 9kkkরুপান্তরপূর্বক সমাজে সম্মানজনক অবস্থান নির্মান, তাদের স্থায়িত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যথাযথ আবাসিক পূর্নবাসন ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে।

পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, ডাউন সিন্ড্রোম, বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতাতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সেবার জন্য গঠিত এবং প্রতিষ্ঠানটি তাদের নিয়মিত সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। "Differently Able Not Disabled" স্লোগান নিয়ে নিউরো-ডেভ্লপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এন.ডি.ডি) সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তরপূর্বক সমাজে সম্মানজনক অবস্থান নির্মান, তাদের স্থায়িত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যথাযথ আবাসিক পূর্নবাসন ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু,কিশোর-কিশোরী, তরুণ- তরুণী, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও তাদের অভিভাবক,প্রশিক্ষক, কেয়ারগিভারদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রিসোর্স সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশণা প্রদান করতে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাষ্ট অটিজমসহ অন্যান্য স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, গবেষণামুলক কার্যক্রম ও সচেতনতামুলক প্রোগ্রামের আয়োজন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১১ বছরের বেশী বয়সের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানে ও লাইফ স্কিল উন্নয়নে কাজ করে। স্নায়ুবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি করতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংবেদনশীল করতে, চাকুরী প্রদানে এবং চাকুরীসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এদের জন্য অ্যাডভোকেসি করতে পিএফডিএ- ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্টই প্রথম প্রতিষ্ঠান।

অর্জিত উল্লেখযোগ্য মাইলফলকসমূহ

কর্মসংস্থানের বাস্তবতা:

এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সক্ষমতা যাচাই করতঃ ১১ থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের স্ব স্ব চাহিদা অনুযায়ী প্রি-ভোকেশনাল, ভোকেশনাল এবং আয়বর্ধক কাজের ট্রেনিং প্রদান এর মাধ্যমে তাদের কর্ম দক্ষতা তৈরি করে চাকুরির জন্য তৈরি করা ও সরকার প্রদত্ত সেবা সমুহের সাথে সমন্নয় করে প্রয়োজনীয় সেবা এবং পরিষেবা প্রদান।

কর্মদক্ষতা এবং আগ্রহ অনুযায়ী, ক্যারিয়ার সচেতনতা, কাউন্সেলিং, চাকুরীর অনুসন্ধান, শিক্ষানবিশ হিসেবে চাকুরী, চাকুরী ম্যাচিং, কর্মক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ, ইন্ডাস্ট্রি এটাচমেন্ট, জব প্লেসমেন্ট এবং রেফারাল সাপোর্ট, চাকুরিতে যোগদান এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদি (reasonable accommodation), এলাকা ভিত্তিক জব প্লেসমেন্ট এবং চাকুরীর সুযোগ তৈরি, ২০ জন প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি, এমপ্লয়মেন্ট মনিটরিং সেল এবং আইনগত সহায়তা প্রদান, চাকুরী প্রণেতাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং চাকুরীর সুযোগ তৈরি করা, চাকুরিদাতাকে ট্যাক্স বা এই ধরনের আর্থিক প্রনোদনার ব্যবস্থা করতে লবিং করা এবং বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতামাতাদের, কেয়ার গিভার ও ফ্যামিলি মেম্বারদের কাউন্সেলিং, ট্রেনিং, রেফারাল, হোম-বেজড প্যাকেজ সার্ভিস, কমিউনিটি বেজড সার্ভিস ও রেস্পাইট কেয়ার এবং ডে-কেয়ার সাপোর্ট প্রদান করা।

তরুণদের প্রোডাকটিভ ও ইনক্লুসিভ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এই পর্যন্ত ৯০০০ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করেছে, ৩০০ এর বেশি ব্যাক্তিকে চাকুরি প্রদান করেছে, ২৯৮০ প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার মধ্যে ৪৫৯ ব্যক্তি স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন।

আমাদের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে কাজ করছেন বাংলাদেশে স্বনামধন্য ও বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে, যেমন:

- আড়ং

- হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)
- স্বপ্ন
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
- বেসরকারি রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে চেইন
- আইটি ও ডেটা এন্ট্রি সেক্টর
- এবং অন্যান্য উদ্যোক্তা-চালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগে।

এই মাইলফলক প্রমাণ করে যে, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ ও সহায়তা পেলে দেশের উৎপাদনশীল ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

জাতীয় স্বীকৃতি:

আমাদের এই প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে, ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে, PFDA-VTC "সফল প্রতিষ্ঠান, অটিজম উত্তরণ সম্মাননা" লাভ করে।

এই অর্জনের পেছনে ছিল:

- আমাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
- নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা
- এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী ও পরিবারের প্রতি মানবিক সহানুভূতি ও অঙ্গীকার।

বাংলাদেশে একটি পথিকৃত সংস্থা:

PFDA-VTC হলো বাংলাদেশে প্রথম নিবন্ধিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, যা NDDs সম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের জন্য একটি টেকসই ও কাঠামোগত কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। পিএফডিএ-ভিটিসি স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিখণ সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক স্বাধীন ও বাস্তব জীবনযাপনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এর প্রশিক্ষণ বিষয়গুলি এখানকার শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও পছন্দের উপর নির্ভরশীল। বেকারি এবং পেস্ট্রি, কার্পেট স্লিপার, ব্লক এবং স্কিন প্রিন্ট, স্টোন ও পুতির অলঙ্কার, শপিং ব্যাগ, পেপার প্যাকেট, রান্নার শিক্ষা, অর্থ সংগ্রহ, লেনদেন, কেনাকাটা, পেপার ওয়ার্ক এর কাজ শুভেচ্ছা কার্ড, কলম হোল্ডার ইত্যাদি, সেলাই, অফিস সহায়তা, কম্পিউটার অপারেটিং এবং গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ, গাড়ী পরিষ্কার, মাশরুম উৎপাদন এবং বাগান, সাধারণ জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, নাটক, নাচ, সঙ্গীত এবং পেইন্টিং ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপরোল্লিখিত সেবা গুলির সাথে সাথে পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এ থেরাপিউটিক বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে যা প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং তাদের পিতামাতাকে সমাজে পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। পিএফডিএ-ভিটিসি-র ভবিষ্যতের ধারণা, দায়িত্ব, জীবন ও স্বাধীনতা, সামাজিকীকরণ, জরুরী ও দুর্ঘটনা, বন্ধুত্ব বিকাশ, কাউন্সেলিং, আচরণের পরিবর্তন, নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দায়িত্ব পালনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, নিজস্ব সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে সহায়তা করছে। স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত পূর্বক তাদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে উপযোগী কারিগরী দক্ষতা তৈরি, উপার্জনমূখী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান (ওয়েজেস এমপ্লয়মেন্ট, শেল্টারড এমপ্লয়মেন্ট) প্রদান মুলতঃ রুপান্তরমূখী, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সার্বজনীন- এসডিজি'র এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাস্তবায়ন করতে সহায়ক হবে।

আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রয়েছে:

- পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন **(Vocational Skill Development)**
- জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ **(Life Skills Training)**
- প্রাক-বৃত্তিমূলক (Pre-vocational) দক্ষতা উন্নয়ন
- বৃত্তিমূলক (Vocational) দক্ষতা উন্নয়ন
- থেরাপি ও কাউন্সেলিং
- সাংস্কৃতিক চর্চা
- পরিবার-ভিত্তিক সহায়তা এবং গার্ডিয়ান ট্রেনিং
- নেটওয়ার্কিং ও জব প্লেসমেন্ট সার্ভিস

কারিশমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী: সুকুমারবৃত্তির বিকাশসাধনে পিএফডিএ- ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট এর রয়েছে সাংস্কৃতিক দল- 'কারিশমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' যা স্নায়ুবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধীতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশের প্রথম সাংস্কৃতিক দল। 'কারিশমা' সাংস্কৃতিক দলটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নথিভুক্ত সদস্য।

অ্যাঞ্জেল শেফ বেকারি : 'Angel Chef Bakery প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম বেকারি ও পেস্ট্রি ব্র্যান্ড। পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে (ওয়েজেস এমপ্লয়মেন্ট, শেল্টারড এমপ্লয়মেন্ট) অন্তর্ভুক্তি, পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। অ্যাঞ্জেল শেফ বেকারি এই পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সফল ট্রেনিং প্রদানের পর ২৭ জন প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজস্ব কারখানা এবং কিয়স্ক, ওপেন কিচেন এবং আউটলেটে ফুল টাইম চাকুরির ব্যবস্থা করে ইঙ্কলুসিভ জব বা অন্তর্ভুক্তমুলক চাকরী এর সংস্থান করেছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা একথা প্রতিষ্ঠা করেছি—NDDs সম্পন্ন তরুণরা দেশের বোঝা নয়, বরং বিশাল মানবসম্পদ।

আমাদের ভিশন

সমাজে প্রত্যেক ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি (PWNDDs) যাতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা; টেকসই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সবাইকে মূলধারার কর্মজগতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা; উপযুক্ত দক্ষতা ও কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বিকাশ করা; এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি সমন্বিত সমাজ গড়ে তোলা।

PFDA-VTC-এর শক্তি: Our Core Strengths

Commitment (প্রতিশ্রুতি):

আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সমর্থন প্রদান করি। তাদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য আমরা কাজ করি ধাপে ধাপে, নিঃস্বার্থভাবে।

Innovation (উদ্ভাবন):

আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নতুন পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও সেবার ধরন তৈরি করে চলেছি। প্রতিটি উদ্ভাবনই বাস্তব প্রয়োজন থেকে উৎসারিত।

Quality (গুণগত মান):

প্রশিক্ষণ, থেরাপি, চাকরি সংযোগ—সবকিছুতেই PFDA-VTC মানের সঙ্গে কোনো আপস করে না। প্রতিটি সেবায় আমরা উচ্চমান নিশ্চিত করি।

Communication (যোগাযোগ):

পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সঙ্গে স্বচ্ছ ও আন্তরিক যোগাযোগ আমাদের মূল ভিত্তি। এই সহযোগিতামূলক সম্পর্কই PFDA-VTC-এর সাফল্যের বড় উৎস।

আমাদের বার্তা:

PFDA-VTC কেবল একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়; এটি একটি আন্দোলন, একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমরা বিশ্বাস করি—ভিন্নভাবে সক্ষম প্রতিটি মানুষই যথাযথ প্রশিক্ষণ, সম্মান ও সুযোগ পেলে সমাজে নিজের জন্য এবং দেশের জন্য গর্বের কারণ হতে পারে।

PFDA Vocational Training Center Trust
Differently Able Not Disabled

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রেক্ষাপট

২০১৩ সালের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত জাতীয় জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৯.০৭% জনসংখ্যা কোনো না কোনো ধরনের সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বসবাস করছে। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। পিএফডিএ-ভিটিসি এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের জন্য জীবনমুখী ও কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা,অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ , সামাজিক দক্ষতা ও দৈনন্দিন জীবনে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষতা ও সহায়তা প্রদান করে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে স্বাবলম্বী, মর্যাদাপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

দক্ষতা উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

পিএফডিএ-ভিটিসি স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন নিম্নবর্ণীত ব্যক্তিদের জন্য বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেঃ

- অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD)
- সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy)
- ডাউন সিনড্রোম
- বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা
- শারীরিক প্রতিবন্ধকতা
- শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা
- অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল অবস্থা

প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কাস্টমাইজড এবং তাদের স্ব স্ব সীমাবদ্ধতা, সক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী সাজানো হয়।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা উন্নয়ন
- আচরণ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল
- সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি
- নিজস্ব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা
- স্বনির্ভর জীবন ও কর্মদক্ষতার উন্নয়ন
- প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ।

প্রশিক্ষণ কাঠামো

আমাদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম ‘Individualized Target Plan (ITP)’ বা “ব্যক্তিগতকৃত লক্ষ্য পরিকল্পনা” এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ITP অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য তিনটি মূল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ঃ

- প্রাক-বৃত্তিমূলক (Pre-vocational) দক্ষতা উন্নয়ন
- ব্যক্তি কেন্দ্রিক লক্ষ্য(“Person-Centered Goal) দক্ষতা উন্নয়ন
- বৃত্তিমূলক (Vocational) দক্ষতা উন্নয়ন
- স্বাধীন জীবনযাপনের দক্ষতা (Independent Living Skills)

আমাদের বিশ্বাস

পিএফডিএ-ভিটিসি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বনির্ভরতা ছাড়া কেউ প্রকৃত অর্থে সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অর্জন করতে পারে না। এজন্য দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ আমাদের কাজের মূল ভিত্তি।

আপনার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তান/প্রিয়জনের জন্য আমাদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আরও জানতে, যোগাযোগ করুন

PFDA Vocational Training Center Trust
Differently Able Not Disabled

ডাউন সিনড্রোম দিবস ২০২৪:উদযাপন, অংশগ্রহণ ও পুরস্কার প্রাপ্তি

প্রতি বছর ২১শে মার্চ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস (WDSD) পালিত হয়। এটি জাতিসংঘ অনুমোদিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস, যার মূল লক্ষ্য ডাউন সিনড্রোমের উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার স্বীকৃতি প্রদান এবং সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

২০২৪ সালে দিবসটি ১৯তম আন্তর্জাতিক এবং ১১তম জাতীয় পর্যায়ে উদযাপিত হয়েছে। ২০২৪ সালে পালিত হয় ১১তম জাতীয় ও ১৯তম বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস, যা উপলক্ষে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (NDD Trust) এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কার্যক্রমের আয়োজন করে।

ডাউন সিনড্রোম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডাউন সিনড্রোম একটি জেনেটিক অবস্থা, যা অতিরিক্ত ক্রোমোজোম ২১ এর কারণে হয়ে থাকে। এটি ব্যক্তির শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। তবে, ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা সুস্থ ও সক্রিয় জীবন যাপন করে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

উদযাপনের উদ্দেশ্য

- ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- তাদের ক্ষমতা, সম্ভাবনা ও সামাজিক মর্যাদা তুলে ধরা
- সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব ও পরিবেশ গড়ে তোলা

অংশগ্রহণ

পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্টের শিক্ষার্থীরা বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজনকৃত বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ও উৎসাহীভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা এই অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিউরো-ডেভেলমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ইসমাম রেজা ২য় স্থান অর্জন করতঃ পুরস্কার অর্জন করে।এই পুরস্কার তার সৃজনশীলতা ও প্রতিভার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।

উপবৃত্তি প্রাপ্তি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রতি বছর ডাউন সিনড্রোম দিবস উপলক্ষ্যে ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বছরে এই তালিকায় আমাদের শিক্ষার্থী অং সাইন ফ্রু নির্বাচিত হন। এই উপবৃত্তি তার শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইমমাম রেজাকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে পুরস্কার এবং সনদ প্রদান করা হয় এবং অং সেইন ফ্রু কে উপবৃত্তি অর্থ প্রদান করা হয়।

এই অর্জনগুলো প্রমাণ করে যে, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা সঠিক সহায়তা ও সুযোগ পেলে সমাজে নিজেদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং যোগ্যতা তুলে ধরতে পারে।

পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের এই শিক্ষার্থীরা আমাদের দেখিয়েছেন, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম।

বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ২০২৪ উপলক্ষে পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট-এর শিক্ষার্থীদের সাংগঠনিক অংশগ্রহণ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সাফল্য, উপবৃত্তি প্রাপ্তি এবং অন্যান্য পুরস্কার ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

এই ধরণের অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা নয়, বরং সমাজের সকল স্তরে সহানুভূতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তা-ভাবনার বিকাশে সহায়ক।

PFDA Vocational Training Center Trust
Differently Able Not Disabled

১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪

২ এপ্রিল ২০২৪, পালিত হলো **১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস**। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল – **"সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা।"**

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অটিজম ও অন্যান্য স্নায়বিক বৈকল্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

জাতীয়ভাবে আয়োজন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়। রাজধানীর **চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে** অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অনেকেই এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর **বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন** করা হয়, যা দিবসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। এই অনুষ্ঠানে গান, নাচ, কোরিওগ্রাফি এবং কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা তুলে ধরেন।

২০২৪ সালের আয়োজনে,পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং শিল্পীদের অংশগ্রহনণ দর্শকের মুগ্ধ করে।

। পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট পরিচালিত **কারিশমা সাংস্কৃতিক দল** তাদের **চমৎকার কোরিওগ্রাফি পরিবেশনা**

করে। দলটির সদস্যরা নিজেদের নৃত্যদক্ষতা, কৌশল ও সৃজনশীলতা প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং উপস্থিত সকলে তাদের ভূয়ুসী প্রশংসা করে। তারা তাদের পরিবেশনা মাধ্যমে এটি তুলে ধরে —উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম ও সহায়তা পেলে সীমাবদ্ধতার গন্ডি পেরিয়ে যেতে পারে বহুদূর।

কারিশমা সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা ছিল দিবসটির বার্তা বাস্তবায়নের বাস্তব উদাহরণ—যেখানে অন্তর্ভুক্তি, সম্মান এবং আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত হয়।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য

- ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিভা, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস প্রদর্শনের একটি উন্মুক্ত মঞ্চ।
- সমাজে সচেতনতা, সহানুভূতি এবং সমতা প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী বার্তা।
- শিশু ও তরুণদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে উৎসাহ প্রদান।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস শুধু একটি দিবস নয়, এটি একটি **আন্দোলন**, যার মাধ্যমে সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো, তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ২০২৪ সালের আয়োজন এবং কারিশমা সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী ও অর্থবহ করে তোলে।

পিএফএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট এবং কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, সঠিক দিকনির্দেশনা, সহায়ক পরিবেশ এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রম সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

PFDA Vocational Training Center Trust
Differently Able Not Disabled